পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৬ বছর পূর্তি

বিশেষ ক্রোড়পত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ১৬ বছর পূর্তি উদযাপন হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।

বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটি নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অপার আধার। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছেন। তাদের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অঞ্চলগুলোকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। পার্বত্য জেলাগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা ও উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। আমি বিশ্বাস করি শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ১৬ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

মোঃ আবদুল হামিদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৬ বছর পূর্তি

আজ ২ ডিসেম্বর। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। আজ থেকে ১৭ বছর আগে ১৯৯৭ সালের এই দিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই অঞ্চলে দীর্ঘ দুই যুগ ধরে বিরাজমান সশস্ত্র সংঘাত ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসানে শান্তি, উন্নয়ন ও সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে উপনীত হয় যা দেশে-বিদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি নামে উচ্চ প্রশংসিত।

ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৬ বছর পূর্তি আজ। দেশের ঐতিহ্যবাহী মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করার পর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, বিচক্ষণ এবং সাহসিক নেতৃত্বদানকারী তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য অঞ্চলের দীর্ঘ পুঞ্জিভূত সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে এর সমাধানের লক্ষ্যে গঠন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি। জাতীয় সংসদের তৎকালীন চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে এই জাতীয় কমিটিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের দায়িত্ব দেয়া হয়। অধিকার আদায়ের দাবীতে যারা সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির উত্থাপিত দাবী দাওয়া নিয়ে আন্তরিক পরিবেশে ধারাবাহিক রাজনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতায় উপনীত হয় জাতীয় কমিটি। ফলশ্রুতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ দুই যুগের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সমাপ্তি ঘটে। কাঙ্খিত শান্তি পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষের মনে এনে দেয় স্বস্তি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে ব্যাপক প্রশংসা ও স্বীকৃতি লাভ করে।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা খাগড়াছড়ি ষ্টেডিয়ামে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ত্যাগ করে শান্তি ও প্রগতির ধারায় ফিরে আসেন। জননেত্রী শেখ হাসিনা সন্তু লারমার হাতে তুলে দেন একগুচ্ছ ফুল, আকাশে উড়িয়ে দেন শান্তির কপোত। দেশের লক্ষ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ করেন শান্তির পথে এক নতুন অভিযাত্রা।

চুক্তির আলোকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। শক্তিশালী করা হয়েছে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদকে। গঠন করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। ফলে পার্বত্য এলাকায় উন্নয়নের ধারায় সঞ্চারিত হয়েছে গতি। অশান্ত পরিস্থিতির শিকার হয়ে যেসব পরিবার শরণার্থী হিসাবে পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নিয়েছিলো, তারা ফিরে আসে নিজেদের আবাস ভূমিতে। প্রতিশ্রুত সুযোগ সুবিধা প্রদানসহ সরকার তাদের পুণর্বাসনের কাজ করে চলেছে। শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুণর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। আইনী সংশোধনীর মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির জন্য গঠিত ভূমি কমিশনকে আরো কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ন, ১৫টি আংশিক বাস্তবায়িত এবং বাকি ৯টি বাস্তবায়নাধীন আছে। ইতোমধ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়াধীন বিভাগ/বিষয়াদির মধ্যে রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে ২৩টি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে ২২টি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে ২১টি বিভাগ/বিষয় হস্তান্তরিত হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, অতি সম্প্রতি ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির Rules for the administration of the Chittagong hill Tracts এর ৪১ ও ৪২ বিধি সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে জুম চাষের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে তিন পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যসম্পাদনের কোন বিধিমালা না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির কর্মকান্ডে প্রত্যাশিত গতি সঞ্চার সম্ভব হয়নি। সম্প্রতিকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সহযোগীতায় সংবিধিবদ্ধ এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন করতঃ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। চুক্তি সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গতি সঞ্চার করতে শান্তি চুক্তির পক্ষের সকল শক্তি আরো ইতিবাচক ও গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

চুক্তি স্বাক্ষরের ষোড়শ বার্ষিকীতে বাংলাদেশের রূপময় ভূ-খন্ড অপার সম্ভাবনার প্রাকৃতিক লীলা ভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি, সম্প্রীতি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। শান্তি শপথে বলীয়ান এই মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত প্রচেষ্টা সফল হবেই, এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ১৬ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমি পার্বত্য জেলাসমূহের জনগণ ও দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর কোন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্ব ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা।

এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের জাতিগত হানাহানি বন্ধ হয়। অনগ্রসর ও অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি ও উন্নয়নের ধারা। দেশের অখণ্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার লক্ষ্যে একটি মহান পদক্ষেপ হিসেবে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির জন্য ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার অর্জন এই চুক্তির আন্তর্জাতিক প্রশংসা ও স্বীকৃতির প্রতীক।

পঁচাত্তর-পরবর্তী সরকারগুলো পার্বত্য অঞ্চলের সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বাঙালি-পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। খুন, রাহাজানি, অত্যাচার-অবিচার, ভূমি জবরদখল এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার এ অঞ্চলকে আরো অস্থিতিশীল করে তোলে। আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর বিবদমান সব পক্ষের সাথে ফলপ্রসু আলোচনা করি। সবাইকে শান্তির পথে ফিরিয়ে আনি। শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। সবাই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

বিএনপি-জামাত জোট ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে ঐতিহাসিক এই চুক্তির চরম বিরোধিতা করে পার্বত্য অঞ্চলকে পুনরায় অস্থিতিশীল করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের এ হীন উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আমরা পার্বত্য চুক্তির আলোকে এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ গঠন করি। গত পাঁচ বছরে সরকার এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ সকল খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। উপজাতি নৃগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বজায় রাখার নানামুখী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। এ শান্তির ধারা আমরা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চাই।

আমি পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সংসদ উপনেতা
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত রেখে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া তরান্বিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ১৬ বছর পূর্তিতে পার্বত্যবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এই অঞ্চলকে নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে তাদের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস পেয়েছে। তারা সেখানে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি, আলোচনার পরিবর্তে অস্ত্রের ঝনঝনানি আর সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে উস্‌কে দিয়েছে বার বার। এমনি এক সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের ফলে স্বাক্ষরিত এ চুক্তি পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত বিএনপি-জামাত জোট সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে অনাগ্রহ ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে যে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা কাটিয়ে উঠে ইতোমধ্যেই চুক্তির সফল পূর্ণ বাস্তবায়নে গতি ফিরে এসেছে।

নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বিশেষ ঐতিহ্যমন্ডিত পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে যুগান্তকারী এই চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে আমি সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, এম.পি
সংসদ উপনেতা
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ও
আহবায়ক, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি।

সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটি

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৬ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। যুগান্তকারী এ চুক্তি স্বাক্ষরের সন্ধিক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করাসহ সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকারের সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতিফলনেই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করে। শান্তি চুক্তির সুবাদে দীর্ঘ রাজনৈতিক হানাহানি আর সশস্ত্র সংগ্রামের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হয় পারস্পরিক আস্থা আর সহনশীলতা। বিগত জোট সরকারের সময় এ অঞ্চলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। বর্তমান মহাজোট সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পার্বত্য চুক্তির অধিকাংশ শর্তই ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয় এবং বাকি গুলো বাস্তবায়নের পথে।

আশা করছি ভবিষ্যতে এ উন্নয়নের অগ্রযাত্রা আরও দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাবে। পার্বত্য অঞ্চলের অফুরান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ন্যায় এ-অঞ্চলটি সমৃদ্ধ রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ভরে উঠুক এ প্রত্যাশা করছি।

আমি এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

জয় বাংলা,জয় বঙ্গবন্ধু

মোহাম্মদ শাহ আলম, এমপি

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আরণ্য প্রকৃতির অনিন্দ্য নিসর্গ শোভায় ঋদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের এক রূপময় ভূ-খন্ড। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিন পার্বত্য জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম। ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় তাঁর উপস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে অবসান হয় দুই দশকের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের। পার্বত্য জনপদে ফিরে আসে শান্তি ও স্বস্তি। গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পুনর্গঠিত হয় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ । বাংলাদেশ সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় নেয়া হয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলে বসবাসকারী পাহাড়ী-বাঙ্গালী মানুষের জীবনে সূচিত হয়েছে দিন বদলের পালা।

পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের ষষ্ঠদশ বার্ষিকীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় শান্তি চুক্তির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এবং সম্প্রীতি ও উন্নয়নের মেলবন্ধন রচনার মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলার মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের ষষ্ঠদশ বার্ষিকী সফল হোক এবং শান্তি ও অগ্রগতির অভিযাত্রা অব্যাহত থাকুক-এ কামনা করি।

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

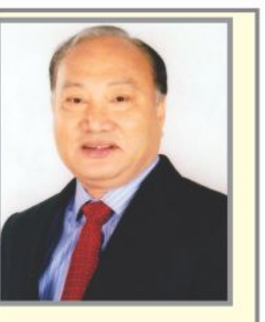

প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তির ১৬ বছর পূর্তিতে কৃতজ্ঞতার সাথে পার্বত্যবাসীকে এবং একই সাথে দেশের শান্তিকামী সকল মানুষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

যুগান্তকারী এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরই ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মধ্য দিয়ে এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী দীর্ঘদিন বিরাজমান ভূমি সমস্যা সমাধানে ভূমি কমিশন গঠন, শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠনসহ অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হতে থাকে। কিন্তু ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার কর্তৃক সময়ের স্বল্পতার কারণে এই চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরই তৎকালীন বিরোধীদল বিএনপি এই চুক্তিকে সাম্প্রদায়িক, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী কালোচুক্তি আখ্যায়িত করে তা বাতিলের দাবিতে মিছিল-সমাবেশ করেছিল, এমনকি ২০০১ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে তারা পরিস্কারভাবে ঘোষণা করেছিল যে, যদি নির্বাচনে তারা সরকার গঠন করে তাহলে চুক্তি বাতিল করবে। কিন্তু ঐ নির্বাচনে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতাসীন হলে তাদের নির্বাচনী ওয়াদা মোতাবেক চুক্তি বাতিল না করে তা বাস্তবায়নের জন্য তৎকালীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। কার্যতঃ ঐ কমিটি তাদের মেয়াদকালে ১১ বার বৈঠক করলেও চুক্তি বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং চুক্তি বহাল রেখেই তারা সেখানকার স্থিতিশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। শান্তি চুক্তি পূর্ব দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির তাদের হীন প্রচেষ্টাকে পাহাড়ের শান্তিপ্রিয় মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারও শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি।

২০০৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাননীয় সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি, ভূমি কমিশন, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্স, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদসহ সকল কমিটি পূনর্গঠন করে চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, গত ২২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখের চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক জানা যায় এ চুক্তির ৭২ টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, ১৫টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৯টি ধারার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইনের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ধারা সংশোধনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের পর তা সংসদে পাশের জন্য বিল আকারে উত্থাপিত হয়। আমরা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করি আগামীতে এই আইন সংসদে পাশ হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ভূমি বিরোধ নিস্পত্তিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষে আমাদের সরকারের আমলে গত ১২ মে ২০০৯ তারিখে রাংগামাটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, ২৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে খাগড়াছড়ির জেলায় জেলা যুব উন্নয়ন অফিস এবং ০৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে আরো ৪ মন্ত্রণালয়ের ৫টি বিভাগ/বিষয় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে। ১৪ মার্চ, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে সার-সংক্ষেপ অনুমোদিত হওয়ার পর Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (1 of 1900) এর ৪১ ও ৪২ বিধি সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনীর পরে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা এবং জুম কর বিষয়ক ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুৎ, ধর্মীয় তথা গ্রামীণ অবকাঠামো খাতে ব্যাপক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। শান্তি চুক্তির সফল বাস্তবায়নের ধারা এ এলাকায় দীর্ঘদিন চলমান সাংঘর্ষিক অবস্থার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর পারস্পরিক সহনশীলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সম্পূর্ণ বাস্তবায়নে আমরা বদ্ধপরিকর। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ১৬ বছর পূর্তিতে আমি এর পুর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা এবং ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

দীপংকর তালুকদার, এমপি